প্রশ্ন ১। কিরাতের বা বনেচরের বক্তব্য নিজের ভাষায় লেখ।

অথবা, দুর্যোধনের রাজ্যশাসন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

উত্তর। কপট পাশাখেলায় রাজ্য হারিয়ে দ্বৈতবনবাসী রাজা যুধিষ্ঠির এক বনেচর বা কিরাত সর্দারকে দুর্যোধনের রাজ্যশাসন পদ্ধতি জানতে চররূপে নিযুক্ত করেন। কারণ, প্রজাদের অনুরাগই রাজার প্রতিষ্ঠা লাভের মূল। ব্রহ্মচারীর ছদ্মবেশে সেই চর সব জেনে গোপনে যুধিষ্ঠিরের কাছে এসে তাঁকে প্রণাম করে কর্তব্য হিসাবে অপ্রিয় সত্যভাষণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করল। রাজাকে বঞ্চনা করা কর্মচারীর উচিত নয়। রাজা ও অমাত্যাদির অনুকূল সম্পর্কই রাজ্যের সমৃদ্ধি ঘটায়। রাজাদের চরিত্র ও আচরণ স্বভাবতই দুর্জ্ঞেয় হলেও যুধিষ্ঠিরের প্রভাবে সে সবকিছু জানতে পেরেছে। কপটাচারী দুর্যোধন সিংহাসনে সমাসীন থেকেও বনবাসী যুধিষ্ঠিরের কাছে পরাজয়ের আশঙ্কা করছেন বলেই সুশাসনে ব্রতী হয়েছেন। তারপর দুর্যোধনের রাজ্যশাসন পদ্ধতি সম্পর্কে সে নিম্নলিখিত সংবাদ জানাল—

দুর্যোধন রাজনীতির সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে রাজন্যবর্গকে, রাজকর্মচারীদের ও প্রজাদের নিজের প্রতি অনুরক্ত করে তুলে কপটদ্যূতে অর্জিত রাজ্যকে চিরস্থায়ী করতে সচেষ্ট। কামক্রোধাদি ষড়রিপু জয় করে তিনি গুণসম্পদে যুধিষ্ঠিরকে অতিক্রম করতে চেষ্টা করছেন। তিনি নিরহঙ্কার হয়ে কর্মচারিবৃন্দের প্রতি বন্ধুর ন্যায় এবং বন্ধুদের সাথে আত্মীয়ের ন্যায় আচরণ করছেন। আবার আত্মীয়দের প্রতি এমন আচরণ করছেন যেন তাঁরাই রাজা। ফলে সকলেই তাঁর গুণে মুগ্ধ ও অনুগত। তিনি সমান শ্রদ্ধা ও বিবেচনার সাথে ধর্ম, অর্থ ও কামের সেবা করছেন বলে তাঁর কোন পুরুষার্থই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না। উদ্যম সহকারে দিনের ও রাতের বিভিন্ন বিভাগে তিনি তাঁর কর্তব্যগুলিকে যথাযথভাবে বিভক্ত করে পালন করেন।

তিনি অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে রাজনীতির উপায় চতুষ্টয় প্রয়োগ করেন। সুন্দর মধুর ব্যবহাররূপ সাম প্রয়োগের সাথে সাথে উপযুক্ত গুণী পাত্রে তাঁর প্রচুর দানও আছে, আবার দানের সাথে সমাদর প্রদর্শন করে তিনি সাম প্রয়োগও করেন। তিনি আকারেঙ্গিতজ্ঞ ভেদকুশল সচ্চরিত্র গুপ্তচরবৃন্দের মাধ্যমে অন্যান্য রাজাদের সকল ত্রুটিবিচ্যুতি জেনে নেন। অথচ তাঁর নিজের মন্ত্রগুপ্তি এমন অসাধারণ যে, কেবল তাঁর কার্যের ফলপ্রাপ্তির পরেই তাঁর উদ্দেশ্য অনুমান করা যায়। দণ্ডপ্রয়োগের ব্যাপারে তিনি শত্রুমিত্রপুত্রে ভেদ না করে নিরপেক্ষভাবে গুরুজনের মতামত নিয়ে অপরাধ অনুসারে উপযুক্ত দণ্ডবিধান করে বিশৃঙ্খলা থেকে সমাজকে রক্ষা করেন। লোভক্রোধাদি থেকে মুক্ত হয়ে রাজার কর্তব্য হিসাবেই তিনি দণ্ডপ্রয়োগ করেন। কর্মান্তে সফল কর্মচারিকে তিনি উপযুক্ত পারিতোষিক দান করেন। সামাদির যথাযথ প্রয়োগের ফলে রাজন্যবর্গ তাঁকে নানা উপহার দিয়ে বশ্যতা স্বীকার করে এবং তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁর সকল আদেশ সাদরে শিরোমাল্যের মত মাথা পেতে গ্রহণ করে। ফলে দুর্যোধনকে কখনো ক্রোধ প্রদর্শন বা বলপ্রয়োগ করতে হয় না। মহাবলশালী, আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন, যুদ্ধে পরীক্ষিত তাঁর বীর সৈনিকেরা প্রাণ দিয়েও তাঁর প্রিয়কার্য সম্পাদনে আগ্রহী।

Scanned with CamScanner

দুর্যোধন সর্বদা প্রজাদের মঙ্গলসাধনে ও সুরক্ষায় সচেষ্ট এবং সেচব্যবস্থার প্রতি যত্নশীল। ফলে কৃষকেরা অনায়াসে, যেন বিনা চাষে, প্রচুর ফসল ফলায় এবং ফলে তাঁরও এত করাদি প্রাপ্ত হয় যেন বসুন্ধরা স্বয়ং তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে প্রচুর ধনসম্পদ দান করেন।

সমগ্র সাম্রাজ্যে এইভাবে নিজের অপ্রতিহত শাসন প্রতিষ্ঠা করে দুর্যোধন এখন দুঃশাসনকে যুবরাজ্যে নিযুক্ত করে তাঁর উপর শাসনভার দিয়ে নিজে পুরোহিতের অনুমতি নিয়ে দেবতাদের প্রসন্ন করতে অনলসভাবে নানা যজ্ঞ করছেন।

অবশ্য, এতসব সত্ত্বেও কথাপ্রসঙ্গে কেউ তাঁর কাছে যুধিষ্ঠিরের নাম করলে অর্জুনের পরাক্রম স্মরণ করে ভয়ে বেদনায় তাঁর মুখ নত হয়ে যায়। বলবানের সাথে বিরোধিতা এমনই দুষ্কর।

চরের কাজ কেবলমাত্র সংবাদ সংগ্রহ করে জানান। তাই যুধিষ্ঠিরকে কপটাচারী শত্রুর বিরুদ্ধে শীঘ্র ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে পারিতোষিক নিয়ে বনেচর চলে গেল।

প্রশ্ন ২। দ্রৌপদীর উক্তি ও তার মাধ্যমে তাঁর চরিত্র নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

উত্তর। কপটদ্যূতে রাজ্য হারিয়ে বনবাসী রাজা যুধিষ্ঠির চরের কাছ থেকে সুশাসনের মাধ্যমে দুর্যোধনের শক্তিবৃদ্ধির সংবাদ পেয়ে দ্রৌপদী ও ভাইদের জানালেন। তখন শত্রুকৃত বিপদ ও অপকার সহ্য করতে না পেরে যুধিষ্ঠিরের মত পুরুষকে নারী হয়ে পরামর্শদানের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে তাঁর ক্রোধ ও উৎসাহ উদ্দীপনের উদ্দেশ্যে দ্রৌপদী নিম্নলিখিত কথাগুলি বলেন—

আপন বংশের ইন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী পূর্বনৃপতিরা সুদীর্ঘকাল অখণ্ডভাবে যে সাম্রাজ্য শাসন করে এসেছেন, তাকে যুধিষ্ঠির নিজে শত্রুর হাতে তুলে দিয়েছেন। শঠের প্রতি শাঠ্যাচরণ না করলে সরল ব্যক্তির বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। গুণানুরক্তা মনোরমা পত্নীর তুল্য রাজলক্ষ্মীকে যুধিষ্ঠির নিজে শত্রুকে দিয়ে অপহরণ করিয়েছেন। অন্য কেউ এরকম জঘন্য কাজ করার কথা ভাবতেও পারেন না। ক্রোধ যাঁর অব্যর্থ, যিনি বিপদ-বিনাশক, লোকে স্বয়ং তাঁর বশীভূত হয়। ক্রোধশূন্য শক্তি বন্ধু হলেও কেউ তাঁকে আদর করে না, আবার শত্রু হলেও কেউ তাঁকে ভয় করে না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এমন দুরবস্থায় মনস্বিনিন্দিত নিরুদ্যম আচরণ করেও যুধিষ্ঠির এখনো ক্রোধে জ্বলে উঠছেন না। এইভাবে তীক্ষ্ণ তিরস্কারে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের ক্রোধ জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন।

এরপর তিনি ছোট ভাইদের দুর্দশার কথা বর্ণনা করে যুধিষ্ঠিরের স্নেহদ্বারে আঘাত হেনে তাঁকে উত্তেজিত ও শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে উৎসাহিত করতে চেষ্টা করলেন। যে ভীমসেন আগে রক্তচন্দন শরীরে লেপন করে বিশাল রথে চড়ে বিচরণ করতেন, তিনি এখন ধূলিরঞ্জিত দেহে পায়ে হেঁটে পাহাড়ে-পর্বতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ইন্দ্রতুল্য অর্জুন পূর্বে উত্তরকুরু দেশ জয় করে তাঁকে অজস্র স্বর্ণরৌপ্যাদি মূল্যবান ধনরত্ন এনে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন তাঁকে যুধিষ্ঠিরের জন্য বল্কলবসন আহরণ করতে হচ্ছে। সুকুমারশরীর যমজ ভ্রাতৃদ্বয় নকুল ও সহদেবের শরীর এখন পথপ্রান্তে শুয়ে শুয়ে কর্কশ-কঠিন ও সর্বত্র কেশাবৃত হয়ে পর্বতজাত হস্তীর মত হয়ে গেছে। ভাইদের এত দুর্দশা দেখেও সত্যধন যুধিষ্ঠিরের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে ক্রোধের উদ্রেক হচ্ছে না— তাতে দ্রৌপদী অত্যন্ত বিস্মিত। যুধিষ্ঠিরের নিজের দুর্দশাও কম নয়। আগে তিনি বহুমূল্য শয্যায় শয়ন করে বৈতালিকদের মাঙ্গলিক স্তুতিগানে জাগরিত হতেন। কিন্তু এখন তিনি কুশাচ্ছাদিত

Scanned with CamScanner

বনভূমিতে শয়ান করে অমঙ্গলসূচক শৃগালের ডাকে নিদ্রাত্যাগ করছেন। পূর্বে সর্বদা মণিময় পাদপীঠে স্থাপিত তাঁর চরণযুগল প্রণত রাজন্যবর্গের শিরোমাল্যের পুষ্পপরাগে রঞ্জিত হত। এখন তা স্থাপিত থাকে তীক্ষ্ণাগ্র কুশের উপর। পূর্বে ব্রাহ্মণগণকে সুস্বাদু অন্ন ভোজন করিয়ে তাঁদের প্রসাদ খেয়ে তাঁর শরীর হয়েছিল স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ, মনোহর। এখন কেবল বন্যফল খেয়ে তাঁর যশের সঙ্গে সঙ্গে শরীরটিও কৃশ হয়ে যাচ্ছে।

শত্রুরাই এই দুরবস্থার কারণ। তাই দ্রৌপদীর পক্ষে তা অসহ্য। সুতরাং ক্ষমাশীল মুনিব্রত ত্যাগ করে ক্ষাত্রতেজ অবলম্বন করে শত্রুবিনাশে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। অন্যথায় রাজচিহ্ন ধনুর্বাণ ত্যাগ করে জটাধারী হয়ে অগ্নিতে আহুতি দিয়ে মুনির মত জীবনযাপন করাই যুধিষ্ঠিরের উচিত। শত্রুরা শঠতাপরায়ণ বলে এবং নিজের যথেষ্ট বলবিক্রম থাকায় বনবাসাদি সন্ধির শর্ত ছলপূর্বক ভঙ্গ করে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই যুধিষ্ঠিরের রাজধর্মসঙ্গত কার্য। অতঃপর যুধিষ্ঠিরের অভ্যুদয়ের কামনা ও আশা প্রকাশ করে দ্রৌপদী তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন।

এই উক্তির আলোকে দ্রৌপদীর চরিত্রের বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। তাঁকে আপাতদৃষ্টিতে কোপনস্বভাবা মুখরা রমণী মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি এক মহীয়সী বীরাঙ্গনা ভারত রমণী। তিনি যেমন তেজস্বিতার প্রতিমূর্তি, তেমনি আবার ভারতীয়-নারীজনোচিত শিষ্টাচার, নম্রতা ও পতিব্রত্যেরও আদর্শস্বরূপা। তাঁর স্বার্থহীনতা এবং আপনজনের প্রতি মমতাও লক্ষণীয়। পাণ্ডবভ্রাতাদের দুর্দশার জন্য গভীর বেদনা প্রকাশ করলেও নিজের কষ্টের কথা তিনি একবারও উচ্চারণ করেননি। রাজনন্দিনী রাজমহিষী দ্রৌপদীর অসামান্য রাজনীতি-জ্ঞানেরও পরিচয় ফুটে উঠেছে তাঁর ভাষণের ছত্রে ছত্রে। মানুষের মনোজগৎ সম্বন্ধেও তাঁর জ্ঞান কম নয়। যুধিষ্ঠিরের মনের মর্মস্থানে সুতীব্র সুচতুর আঘাত হেনে তিনি তাঁকে ক্রোধে যুদ্ধোদ্যমে উদ্দীপিত করে তুলতে চেয়েছেন। অথচ আত্মসুখ কামনার কোন ইঙ্গিত তাঁর বাগ্মিতাভাস্বর বক্তব্যে নেই। দ্রৌপদী যেন ক্ষাত্রধর্মের সচল প্রতিমা।

প্রশ্ন ৩। নিজের ভাষায় পাণ্ডবদের দুর্দশার বর্ণনা দাও।

উত্তর। কপটদ্যূতে রাজ্য হারিয়ে দ্বৈতবনবাসী মহারাজ যুধিষ্ঠির চরের মুখে দুর্যোধনের সুশাসন দ্বারা প্রকৃতিপুঞ্জের হৃদয়জয়ের মাধ্যমে শক্তিবৃদ্ধির সংবাদ জেনে দ্রৌপদী ও ভাইদের সব জানালেন। শত্রুর সাফল্য-বৃত্তান্ত শ্রবণে স্বীয় মনঃপীড়া দমনে অসমর্থ হয়ে দ্রৌপদী তখন শত্রুবিনাশে যুধিষ্ঠিরের ক্রোধ ও উৎসাহ উদ্দীপনের উদ্দেশ্যে নানা যুক্তিপূর্ণ কথা বললেন। সেই প্রসঙ্গে পূর্বের রাজসুখের বৈপরীত্যের পটভূমিকায় পাণ্ডবদের নিম্নলিখিত বর্তমান দুর্দশার বর্ণনা করে তিনি যুধিষ্ঠিরকে প্রতীকারে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন।

মধ্যম পাণ্ডব মহাবল মহারথ ভীমসেন পূর্বে দেহে রক্তচন্দন লেপনে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে তাঁর শরীর ধূলিরঞ্জিত। আগে তিনি বিশাল রথে চড়ে বিচরণ করতেন। এখন তিনি পার্বত্য প্রদেশে পদব্রজে বিচরণে বাধ্য হচ্ছেন। বৃকোদরের এমন দুর্দশা দেখেও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মনঃপীড়া জন্মাচ্ছে না। এতে দ্রৌপদী অত্যন্ত বিস্মিত।

তৃতীয় পাণ্ডব মহাবীর অর্জুন পরাক্রমে ইন্দ্রতুল্য। পূর্বে তিনি বাহুবলে দুর্জয় উত্তর কুরুদেশ জয় করে প্রচুর স্বর্ণরৌপ্যাদি মূল্যবান ধনসম্পদ এনে যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে ধনঞ্জয় আখ্যা লাভ

Scanned with CamScanner

করেছিলেন। কিন্তু এখন বনবাসে থেকে তাঁকে যুধিষ্ঠিরের জন্য বল্কলবসন আহরণ করতে হচ্ছে। তাঁর এই মর্মান্তিক দশা দেখেও যুধিষ্ঠিরের ক্রোধের উদ্রেক হচ্ছে না। এই অবস্থা সত্যই বিস্ময়কর।

মাতৃপিতৃহারা আদরের কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় নকুল ও সহদেবের লাবণ্যময় কোমল শরীর এখন নিরাবরণ রুক্ষ বনস্থলীতে শয়নের ফলে হয়ে গেছে কঠিন, কর্কশ। অবিন্যস্ত কেশদাম ও লোমে তাদের দেহ আজ আচ্ছাদিত। তাঁদের দেখতে হয়েছে পর্বতজাত দুই গজরাজের মত। তাঁদের এই ভয়ানক মর্মস্পর্শী দুর্দশা দেখেও যুধিষ্ঠিরের ধৈর্য-সংযমের বিচ্যুতি না ঘটা পরম বিস্ময়ের ব্যাপার।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিজের দুর্দশাও তো অসহনীয়। পূর্বে তিনি মহামূল্য শয্যায় শয়ন করে বৈতালিকদের মাঙ্গলিক স্তুতিগানে জাগরিত হতেন। কিন্তু বর্তমানে তাঁকে শয়ন করতে হয় বহু কর্কশ কুশেভরা বনস্থলীতে আর প্রত্যূষে শৃগালের অশুভ চীৎকারে তাঁকে নিদ্রাত্যাগ করতে হয়। পূর্বে তিনি ব্রাহ্মণগণকে সুস্বাদু অন্ন ভোজন করিয়ে তাঁদের প্রসাদ খেতেন। ফলে তাঁর শরীর ছিল স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, মনোরম। কিন্তু এখন বনবাসে তাঁকে খেতে হচ্ছে কেবল বন্যফল। ফলে তাঁর শরীর যেমন ক্রমে কৃশ হচ্ছে, তেমনি তাঁর যশও হচ্ছে ক্ষীয়মাণ। পূর্বে রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট মহারাজ যুধিষ্ঠিরের চরণযুগল নিরন্তর স্থাপিত থাকত মণিময় পাদপীঠে। রাজন্যবৃন্দ এসে সেই চরণযুগলে মাথা নত করে প্রণাম করত। তখন তাঁদের শিরোমাল্যের পুষ্পপরাগে সেই পদদ্বয় হত রঞ্জিত। কিন্তু আজ সেই পা দুখানি থাকে কর্কশ কুশের উপর। সেই কুশরাশির অগ্রভাগও আবার মৃগ ও দ্বিজগণ কর্তৃক কর্তিত হওয়ায় সূঁচের মত তীক্ষ্ণ। যুধিষ্ঠিরের শত্রুকৃত এরূপ অসহনীয় দুর্দশা-দর্শনে দুঃখে দ্রৌপদীর হৃদয় যেন সমূলে উৎপাটিত হচ্ছে। অথচ যুধিষ্ঠিরের চিত্তে কোন দুঃখবোধই নেই। মানুষের চিত্তবৃত্তি সত্যই বিচিত্র।

পাণ্ডবদের শত্রুকৃত এই অসহ্য দুর্দশার প্রতীকারের জন্য যুধিষ্ঠিরের শত্রু-বিনাশপূর্বক হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারে এখনই উদ্যোগী হওয়া উচিত—এই হল এই বর্ণনার তাৎপর্য।

Scanned with CamScanner